

ক্র.সি - ৪২৪/২০২৩ (বোম্বায়া নং)

সাক্ষীর জবানবন্দী

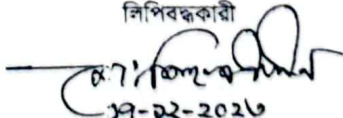
সাক্ষীঃ এ্যাডঃ মোঃ নুরুল হক দুলাদ (৬০), পিতা- মৃত ওয়াজেদ আলী মোহা, সাং- ইছাকাটি ২৯ নং ওয়ার্ড,
থানা- এয়ারপোর্ট, সি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌজকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এম পি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। আমি পেশায় একজন আইনজীবী। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কজুবাজার এর একজন উর্দু কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারী কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারণে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংসার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদীকে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রা বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ-লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT ৪419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০২৩ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতি করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অঙ্গীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকায় সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দুর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

নিপিবন্ধকারী

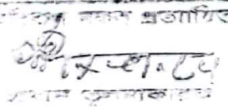

১৭-১২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উ প-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা, বিএমপি, বরিশাল।

মোবা ইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

স্বাক্ষর প্রত্যায়িত

স্বাক্ষর প্রত্যায়িত
স্বাক্ষর প্রত্যায়িত
স্বাক্ষর প্রত্যায়িত

১৫৭ ১৯-০১-২৪ ১৭-০২-২৪ ১৭-০২-২৪ ২১-০২-২৪
২০২০-২৪
স্বাক্ষরিতঃ- বিত্তীয় প্রকল্প পরিচালনা কমিটি, জেলা পুলিশ থানা, কুমিল্লা
শ্রীমত, সি-৪২৪/২০২০ (কুমিল্লা)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ সুলতান আহাম্মেদ(৮০), পিতা- মৃত আলহাজ্ব মোক্লেসুর রহমান, সাং- কাশিপুর, ২৮ নং ওয়ার্ড,
থানা- এয়ারপোর্ট, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌজকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২০ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কল্পবাজার এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারী কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাসফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারণে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪ (চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংসার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদীকে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষরের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার টাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২০ (উত্তরা) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাগুল এবং অধীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২০ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

লিপিবদ্ধকারী

০৭-১২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯০২১২০৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা, বিএমপি, বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

অধিকার প্রদান প্রত্যাহারিত
০৭/১২/২৩
স্বাক্ষরিতকারক
সকল শাখা
সি.এম.এম কোর্ট
বরিশাল।

১৫৭
২৩-০২-২৪ ২৭-০২-২৪ ২৭-০২-২৪ ২৩-০২-২৪

মামলা নং: বিজ্ঞ ব্রহ্মচর্যসমিতির ম্যামলি-২০২৬ (কোম্পানি-০২২৪)

ব্রহ্ম, সি-৪২৪/২০২৬ (কোম্পানি)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষী: মোঃ মনোয়ার হোসেন লিটন @ মোঃ সিটন খান(৫০), পিতা- মৃত আলী আজিম খান, সাং-টুমচর, থানা- বন্দর, বি,এম,পি, বরিশাল এর ফৌকঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কস্ট্রবাজার এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেনার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারণে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংসার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদীকে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষরদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০২৩ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষরদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষরদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষর সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাগুলি এবং অঙ্গীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষরদের সহিত দুর্ভাবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের ছমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

লিপিবদ্ধকারী

৫০-১২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা, বিএমপি, বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

অতিরিক্ত সকল প্রত্যয়িত
১৭-০৭-২৪
স্বাক্ষর পাঠ
এমপি কোর্ট
বরিশাল

৫৭
২০-০১-২৪

১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ২০-০১-২৪

কোম্পানী - বিত্তীয় সার্ভিসেস লিমিটেড প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী আইন ১৯৯৩-০১, বড়
শ্রীলক্ষ্মী, সি - ৪২৪/২০২৬ (কোম্পানী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষী: মোঃ আনিছুর রহমান(৬০), পিতা-মোনাছেফ আলী হাওলাদার, সাং-দিয়া পাড়া, ২৯ নং ওয়ার্ড থানা-
বিমানবন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফোঁকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কল্লাবাজার এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারণে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার), ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংসার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম জলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে হাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেখোক্ত ঘটনা স্থল এবং অঙ্গীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের ছমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

স্বাক্ষর প্রত্যায়িত
১৭-০১-২৪
স্বাক্ষর পাঠা
সি,এম,এম কোর্টে
বরিশাল।

লিপিবদ্ধকারী

মোঃ শিহাব উদ্দিন

০৯-১১-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোম্পানী থানা, বিএমপি, বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

১৫৭
২০-০১-২৪

২৭-০১-২৪

২৭-০১-২৪

২৭-০১-২৪

২০:০১:৬৪

স্বাক্ষর: বিজ্ঞ শ্রেণী সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট, কোম্পানী কোর্ট, ১৩১ বি.এম.পি. বরিশাল

ক্রম, পি- ৪২৪/২০২৩ (কোম্পানী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষী: আঃ হালিম (৬৫), পিতা- মৃত মকবুল আহমেদ, সাং-কাশিপুর, ২৮ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর, বি.এম.পি. বরিশাল এর ফৌজদারি বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্র: এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসারূপে বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কল্লাবাজার এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারণে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংসার স্বার্থে একটি অসীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্যে ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদীকে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক গ্লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক থানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি.আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অসীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দুর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

সিপিওকারী



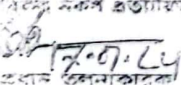
১৩-১১-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোম্পানী থানা, বি.এম.পি. বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

স্বাক্ষর নকল প্রত্যাহিত

প্রকৃত স্বাক্ষর নকল
নকল পাখা
সি.এম.এম কোর্ট
বরিশাল।

১৫৭ ২৭-০২-২৪ ২৭-০২-২৪ ২৭-০২-২৪ ২৩.০২.২৪

স্বাক্ষর:- বিজ্ঞ ডায়ালগিস্টিক্যাল সিস্টেমস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী লিমিটেড-০২/এফ
ক্রম, সি-৪২৪/২০২৩ (কোম্পানী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষী: মোঃ ফরহাদ হোসেন (৪০), পিতা- আঃ রব রাঢ়ী, সাং-কাশিপুর, ২৮ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্র: এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কল্লবাজার এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারণে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংসার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কলাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার টাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে হাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাছল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ফিণ্ড হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দুর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

স্বাক্ষর করিয়া প্রদান করিয়া
১৭-০১-২৪
বরিশাল শাখা
সি.এম.পি.এম. কোর্ট
বরিশাল।

লিপিবদ্ধকারী
০৯-০২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২
উপ-পুলিশ পরিদর্শক
কোতয়ালী থানা, বিএমপি, বরিশাল।
মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

১৫০
১৩০-০১-২৪

১৭-০৩-২৪ ১৭-০৩-২৪ ১৭-০৩-২৪ ২১:০০

ক্রমাঙ্ক:- বিত্তীয় প্রকল্প পরিচালনা অফিস (ক) সিসি, ক্রমাঙ্ক ১৩০-০১-২৪, বাণিজ্যিক

ক্রম, সি-৪২৪/২০২৩ (কোম্পানী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষী মোঃ নজরুল ইসলাম (৫০), পিতা- মৃত নূর বকর, সাং-ইছাকটি, ২৯ নং ওয়ার্ড থানা-বিজানবন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌজদারি বিঃ ১৬১ ধারায় বেকর্তৃত্ব জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৬/৪৬৭/৪৬৮/৪৬৯/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। আমি বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর একজন অবসর প্রাপ্ত মেজর। অত্র মামলার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী অল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী অল-বাকী ইবনে হাকিম (৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কলকাতার এবং একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিল এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এটারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সুসম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনকার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে কর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা গিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধ কারণে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদীর বাসার আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংসার স্বার্থে একটি অসীকারনামা করা হয়ে যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্যে ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ-লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালম্ব গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষরের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১০ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার টাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারনার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাওয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্ব) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, গোষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অসীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্রিষ্ট হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দুর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, হুন জখমের ছমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

সিপিও/সিপিও
১৭-০৩-২৪

১৭-০৩-২০২৩
(মাঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২০৮৪২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতওয়ালী থানা, বিএমপি, বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

সিপিও/সিপিও
১৭-০৩-২৪
সিপিও/সিপিও
১৭-০৩-২৪
সিপিও/সিপিও
১৭-০৩-২৪

০২-০১-২৪

০৭-০২-২৪

০৭-০২-২৪

০৭-০২-২৪

২২-০২

জবানবন্দী - বিজ্ঞ হাট্টা স্ট্রাকচারাল স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড, কলকাতা-৩২

ক্রি.সি - ৪২৪/২০২৩ (কোম্পানী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষী: কাজী কবির আহমেদ (৪৪), পিতা- মৃত কাজী রুস্তম আলী, সাং-ইছাকাঠি, ২৯ নং ওয়ার্ড থানা-
বিমানবন্দর, বি.এম.পি.বরিশাল এর ফৌজকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেজিস্ট্রিকৃত জবানবন্দী।

সূত্র: এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কল্লবাজার এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারণে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংসার স্বার্থে একটি অসীকারনামা করা হয় যাতে দেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক থানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বুধস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি.আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনায় এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াহিয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

লিপিবদ্ধকারী



২১-০২-২০২৩

(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোত্তায়ালী থানা, বিএমপি, বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রত্যয়িত
১৭.০২.২৩
সাক্ষীর স্বাক্ষর
সি.এম.এম কোর্ট
বরিশাল।